যুগান্তর

তারিখ 05 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

চলমান বিশ্ব

সমীরণ রায়

অ্যাপেকের পাশে সার্ক কি ম্লানই থাকবে?

৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী 'অ্যাপেক' বা এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কোঅপারেশনের শীর্ষ সম্মেলন। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে ২১টি দেশের এ জোটের গোড়াপত্তন হয় ১৯৮৯ সালে ১২টি দেশ নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপিনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে এ জোটের যাত্রা শুরু হয়, যখন বিশ্বের সফলতম অর্থনৈতিক জোট 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' একক মুদ্রা চালু করার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম থেকেই অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলো মুক্ত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। তাই বলে জীবন-মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতগুলো উপেক্ষিত থাকেনি। বরং জিডিপি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক খাতগুলোতে প্রভূত উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক খাতগুলোতেও সমানতালে অগ্রগতি হচ্ছে।

শুরু থেকেই অ্যাপেক দ্রুতলয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী দেশগুলোকে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগাতে থাকে। আকৃষ্ট করতে থাকে মহাসাগরের উভয় পাশের নতুন নতুন দেশকে। ফলে ১৯৯১ সালে চীন, হংকং ও চাইনিজ তাইপেই, ১৯৯৩ সালে মেক্সিকো ও পাপুয়া নিউগিনি, ১৯৯৪ সালে চিলি এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে পেরু, রাশিয়া ও ভিয়েতনাম অ্যাপেকভুক্ত হয়। জোটে মাত্র ২১টি দেশ হলেও এর ব্যপ্তি পৃথিবীজুড়েই। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, চিলি মিলে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরকেই বিশ্বের অগ্রযাত্রায় আরও অনুপম করে তুলেছে।

বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোতে। অর্থনৈতিক জোটের বয়স মাত্র ১৭ বছর হলেও এরই মধ্যে জোটের মোট রফতানি ১৮৭ শতাংশ বেড়ে ৩.৭৪ ট্রিলিয়ন তথা ৩,৭৪,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে গড়ে প্রায় ৩৫০ শতাংশ। জোটের মোট জিডিপি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জোটের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। প্রায় ২২ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এই ১৭ বছরে। এর মধ্যে ১৮ কোটিই হয়েছে কম আয়ের দেশগুলোতে। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রভৃতি খাতেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী কম আয়ের অ্যাপেক সদস্য দেশগুলো সামাজিক সূচকগুলোতে ২২ শতাংশ অগ্রগতি করেছে। শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সৃষ্টি; নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতিতে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতিগুলোতেই এ অর্জনের হার বেশি। অনেকের মতে, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের প্রেরণার উৎস ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর ঈর্ষণীয় সাফল্য। কিন্তু লক্ষ্য প্রণেতারা তৃতীয় বিশ্ব এবং অ্যাপেকের মধ্যে সামর্থ্যের ফারাকটুকু তেমনভাবে তলিয়ে দেখতে পারেননি। ফলে বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশই আজ আটটি সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জন থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

সার্কের জন্ম ১৯৮৫ সালে। দক্ষিণ এশিয়ার এ জোটটি কি জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বুঝতে জোটের প্রায় ১৫০ কোটি জনগণকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর আগে এ সহযোগিতার সম্পর্ক শুধু বছরে দু-চারটি টিভি অনুষ্ঠান আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ এশিয়া সুবিধাজনক বাণিজ্য চুক্তি তথা 'সাপটা' স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে শুল্ক রেয়াত পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পণ্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশ দেশীয় মূল্য সংযোজন করার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। যা কোন এলডিসি'র পক্ষেই সম্ভব নয়। এমনি আরও কিছু অসহযোগিতার দলিল হিসেবে সাপটা অকার্যকর থাকে ১৬ বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল 'সাফটা' প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত। ফলাফল কিন্তু যাহা পূর্বং তাহা পরং। আশির দশকেও আন্তঃসার্ক বাণিজ্য সার্কের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৪ শতাংশ ছিল আজও এর বেশি হেরফের হয়নি। তখনও এ বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ ছিল ভারতের রফতানি এবং প্রায় ৫০ শতাংশ ছিল বাংলাদেশের আমদানি। আজও এ অবস্থা বিরাজ করছে। বরং কোন কোন বছর রফতানিতে ভারতের শেয়ার এবং আমদানিতে বাংলাদেশের শেয়ার বেড়েছে। যেমনটা এবার হচ্ছে। ভারত থেকে প্রচুর চাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি এর প্রধান কারণ। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান বা শ্রীলংকার বাণিজ্য বৃদ্ধির কোন উপায় আজও তৈরি হয়নি। ভারতের উদ্দেশ্য শুধু রফতানি করা, আমদানি নয়। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, সাপটা ও সাফটা চুক্তিতে বাণিজ্য সহজীকরণের কথা থাকলেও ভারতের জটিল কাস্টমস প্রথা, অসামঞ্জস্য পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, লাইসেন্সিং পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে ভারতে বাংলাদেশের রফতানি কোনভাবেই বাড়ছে না। ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও রফতানি ২০-৩০ কোটি ডলারেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ভারতে ২৮.৯৪ কোটি ডলার রফতানি করেছে। অপরদিকে বাংলাদেশে ভারতের রফতানি প্রতিবছরই বাড়ছে। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশ প্রায় ২২০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে ভারত থেকে, যা বাংলাদেশের মোট আমদানির ১৫ শতাংশ। চীনের পর ভারতই বাংলাদেশের দ্বিতীয় আমদানিকারক দেশ। তাই সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। পারস্পরিক আস্থার অভাবে আন্তঃসার্ক বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়ছে না। আবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে না বলে পারস্পরিক অবিশ্বাস কাটছে না। সার্ক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কাগজেই বন্দি হয়ে আছে।

অ্যাপেকের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবছরই অ্যাপেক দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠান। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা, এক যুগ ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা, জাপান-চীন, থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া তিক্ত সম্পর্ক কোন কিছুই বার্ষিক অ্যাপেক সম্মেলনকে থামিয়ে দিতে পারেনি। অথচ প্রায় প্রতিবছরই সার্ক সম্মেলন যাতে না হয় সে অজুহাত খোঁজা হয়। ফলে ২৩ বছরে ২৩টি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে ১৪টি।

গতবছর অ্যাপেক সম্মেলন হয়েছিল ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে। সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন ছাড়াও সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে দেশগুলো ঐকমত্যে উপনীত হয়। এভাবে অ্যাপেক তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করছে। বিশ্ব অর্থনীতির ৬০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাপেকের ২০০৮ সালের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পেরুর রাজধানী লিমায়, ২০০৯ সালে সিঙ্গাপুরে এবং ২০১০ সালে জাপানে। এসব সম্মেলনে তাদের সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করা হবে। জোটের উন্নত দেশগুলো ২০১০ সালের মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে নিজ নিজ বাজার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশগুলো কার্যকরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যাপেকের এ অগ্রযাত্রায় শামিল হতে প্রায় এক ডজন দেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু অ্যাপেক জোট সদস্য বাড়াতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। তারপরও ভারত, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, মাকাউ, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, পানামা ও শ্রীলংকা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জোটের পরিধি বিস্তারে অ্যাপেক এতটাই রক্ষণশীল যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপর শক্তিশালী বাণিজ্য জোট আশিয়ানকেও গতবছর অভ্যাগতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ অর্থনীতির তিনটি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীন এ জোটে আছে। তাই আগামী দিনগুলোতে এ জোট অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে যাবে। সার্কসহ সব আঞ্চলিক জোটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই অ্যাপেক তাই অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস দূর করে সার্ক একদিন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে সেই সুদিনের অপেক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে গরিব অধ্যুষিত অঞ্চলের জোট সার্ক। যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি একক গোষ্ঠীর চিন্তাচেতনা বিকশিত হবে, নিজেদের মধ্যে স্বার্থ ভাগাভাগিকে উৎসাহিত করা হবে।

সমীরণ রায় : *অর্থনৈতিক বিশ্লেষক*